দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 JAN 2009
পৃঃ ১৮ কলাম ৫

কুদরাত ই খুদা রিপোর্টের সুপারিশের আলোকে শিক্ষানীতি হচ্ছে

সরকার বদলের সাথে সাথে শিক্ষানীতিরও পরিবর্তন ঘটে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

সরকার আগামী কয়েক মাসের মধ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। ১৯৭৪ সালের ড. মুহাম্মদ কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে। মঙ্গলবার শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ তথ্য জানিয়ে বলেন, সরকার ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের আলোকে ১৯৯৬ সালের শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টকে আরো যুগোপযোগী করে কয়েক মাসের মধ্যেই সেটি বাস্তবায়ন করবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকার বদলের সাথে সাথে শিক্ষা নীতিরও পরিবর্তন ঘটে। আমরা এসব করতে চাই না। এতে করে ৫ বছর সময় নষ্ট হয় এবং সরকারের টাকার অপচয় হয়। তিনি জানান, পঞ্চম শ্রেণীতে গিয়ে অর্ধেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমরা এই ঝরেপড়া রোধ করে সব শিশুকে মানসম্মত শিক্ষা দিতে চাই। তিনি বলেন, ৪৫ বছর বয়সী পর্যন্ত দেশের সবাইকে অক্ষর জ্ঞান দিতে হবে। শিক্ষাবিদদের পরামর্শের সাথে একমত পোষণ করে মন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত একই ধারার শিক্ষা আমরা দিতে চাই। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ১১ ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। গ্রামের স্কুলগুলোতে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নেই। বৈঠকে শিক্ষা ব্যবস্থার নানা সংস্কারের প্রস্তাব সম্পর্কে শিক্ষাবিদরা বাংলা, (১৫শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

কুদরাত-ই-খুদা (১৬ পৃঃ পর)

ইংরেজী এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে একীভূত করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব দেন। একইসঙ্গে তারা স্থগিত থাকা একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না করার পক্ষেও মত দেন। শিক্ষাবিদরা দেশে বিদ্যমান ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে একীভূত করার দাবি জানান। শিক্ষাবিদগণ তাঁদের আলোচনায় সর্বস্তরে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা, একটি যুগোপযোগী সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা, যোগ্য ব্যক্তিদের উপাচার্য নিয়োগ, অভিন্ন শিক্ষা ধারা চালু করা, ধর্ম শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় রাখা, পাসের ক্ষেত্রে সংখ্যা নয় মানকে বিবেচনায় আনা, ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্বচ্ছ ও আধুনিকীকরণ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা শিক্ষার ওপর জোর দেয়া, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণের দুর্নীতি ও অপচয় তদন্ত করা, শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা, কম্পিউটারের ব্যবহার বাড়ানো, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করা, গবেষণা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো, গ্রামীণ শিক্ষার উন্নয়নে নজর দেয়া, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ রোধ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। শিক্ষা মন্ত্রী জবাবে বলেন, কাজটি কঠিন হলেও শুরু করতে হবে। মন্ত্রী শিক্ষাবিদদের পরামর্শ থেকে দিক-নির্দেশনা প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করে ভবিষ্যতের সকল পদক্ষেপে ভুলত্রুটি উল্লেখপূর্বক গঠনমূলক সমালোচনা কামনা করেন। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সর্বস্তরের শিক্ষার মাধ্যম বাংলা করার প্রস্তাব দেন। এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের পারফরম্যান্স দেখার জন্য অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করার পক্ষে মত দেন। এছাড়া মাধ্যমিক স্তরে ধর্ম শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। অধ্যাপক লিয়ুর রহমান সিদ্দিকী সরকার বদলের সঙ্গে শিক্ষা কমিশনও বদল হয় উল্লেখ করে বলেন, এসব কমিশনের রিপোর্ট কি হয় তা মানুষ জানে না। এবার এটা না করে অভিন্ন শিক্ষানীতি চালু করাসহ অতীতে যে সকল শিক্ষা কমিশন হয়েছে তার সারাংশ দিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করার দাবি জানান তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলায় অনার্স কোর্স চালুর সুপারিশ করে বলেন, তারা যদি স্বেচ্ছায় এটা না করে তাহলে আইন করে তাদের বাধ্য করা হবে। অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল বলেন, একমুখী শিক্ষা বন্ধ করলেও বাংলা, ইংরেজি ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে একীভূত করার কাজ শুরু করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে উচ্চতর গণিতকে আবশ্যিক করে দিতে হবে। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য গাইড বইকে নিষিদ্ধ করতে হবে। নতুন শিক্ষা কমিশনের দরকার নেই উল্লেখ করে ড. কাজী খলীকুজ্জামান বলেন, ২০০০ সালে যে শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছে সেটাকেই আপডেট করা হোক। এছাড়া বৈঠকে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, ড. শফি উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী, , অধ্যাপক মুস্তফা নূর-উল-ইসলাম, অধ্যাপক অনুপম সেন, অধ্যাপক আব্দুল খালেক, অধ্যাপক সাইদুর রহমান খান, অধ্যাপক এ.কে.আজাদ চৌধুরী, অধ্যাপক অজয় রায়, অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, অধ্যাপক হাফিজ জি. এ. সিদ্দিকী, ড. আলী আসগর, অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, ড. এম. হাবিবুর রহমান, ড. হারুন-অর-রশিদ, আবুল্লাহ আবু সায়ীদ, মোস্তফা জব্বার, অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, অধ্যাপক এম. অহিদুজ্জামান, ড. সফিউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।